সার্থকতা

(গল্পগ্রন্থ – যাত্রাবদল)

সকাল বেলা। রূপগঞ্জের ভাঙা কালীবাড়ির সামনে বাঁধানোবটতলায় নিয়মিত আড্ডা বসেচে। এখানে প্রথমেই বলা উচিত, রূপগঞ্জ কোনো ব্যবসার জায়গা নয়,—কোনো কালেছিল যে, এমন কোনো প্রমাণও নেই। রূপগঞ্জ নিতান্তই সাধারণ ছোট পাড়াগাঁ—দু'দশ ঘর ব্রাহ্মণের বাস; এ ছাড়াকামার, কুমোর, জেলে ইত্যাদি অন্য জাত আছে। গঞ্জ থাকাতো দূরের কথা, গ্রামে একখানা মাত্র মুদিখানার দোকান।কিন্তু লোকে বারোমাস ধার নিয়ে নিয়ে দোকানের অবস্থাএমন করে তুলেছে যে, দোকানের মালিক দোকান তুলেদিতে পারলে হাঁপ ছেড়ে বাঁচে—অথচ সে বেশ জানে এবং তার খরিদ্দাররাও জানে যে দোকান একবার উঠে গেলে বাকি বকেয়া আদায় হবার আর কোনো আশাই থাকবে না।রূপগঞ্জে সবাই গরিব, পরস্পরকে ঠকিয়ে কোনো রকমে তারা দিন কাটিয়ে চলেচে।

কালীবাড়ির বটতলায় বসে এইসব কথাই হচ্ছিল—রোজইহয়, আজ ত্রিশবছর ধরে হয়ে আসচে। এর আগে কি হয়েচেনা হয়েচে তার হিসেব নেই, কেননা সে-সব লোক এখনবেঁচে নেই। এ-গ্রামে খুব বুড়ো লোক বড় একটা দেখা যায় না—বিশেষ করে ভদ্রলোকের মধ্যে। তার আগেই তাদের রূপগঞ্জের কালীবাড়ির আড্ডার মায়া কাটাতে হয়, পৈতৃকআমন ধানের জমি ও আমবাগানের মায়া কাটাতে হয়। বিশবছর ধরে গোপনে মনের কোণে পোষণ-করা কাশীবাসের ইচ্ছাও পরিত্যাগ করতে হয়।

পঞ্চু মুখুয্যে তাই দুঃখ করে বল্‌ছিলেন ?কি জানোহারাণ ভায়া। এই জায়গা-জমিগুলোই হয়েছে কাল—নইলেএ-গাঁয়ের মুখে ঝাঁটা মেরে কোনদিন বেরুতাম। এইআমাদেরদুঃখু ! বিদেশে যারা বেরিয়েচে, তারা বেশদু'পয়সা—এই ধরো না কেন, সরুলের দীনু ভট্‌চায্যিরছেলে—চেনেনা তাকে ?আরে, অই যে রোগাপানা ছোক্‌রা, বোসেদের বাড়ি কালীপুজো দেখতে আস্‌তো—মনে নেই ?সে লেখাপড়া তো শিখলে না, একবার তো ম্যালেরিয়ায়মর-মর হল, তারপর তার মামারা তাকে কোথায় যেন নিয়েগেল। এখন বেশ সেরে উঠেচে, আর সে পিলেরোগা চেহারা নেই। সেদিন শুনলাম রেলে চাক্‌রি পেয়েচে—পঁয়ত্রিশটাকা করে মাইনে। থাকে ওই মগরা লাইনের ওদিকে যেনকোথায়। উপযুক্ত ভৌগোলিক জ্ঞানের অভাবে পঞ্চু মুখুয্যেবর্ণনাটাকে বিশদ করে তুলতে পারলেন না।

হারান রায় বল্লেন : তোমার সেই চাকরির কি হল, পঞ্চুভায়া ?

পঞ্চু মুখুয্যের বয়স পঞ্চাশের ওপর। জীবনে তিনি এ-জেলার গণ্ডি পার হননি, কিন্তু উঠতি বয়েস থেকেই তাঁর ইচ্ছে, বিদেশে কোথাও তিনি চাকরি পেলে করেন। সুদীর্ঘত্রিশ বছরের মধ্যে এ-আশা পূর্ণ হয়নি। গ্রামের সামান্যসম্পত্তির আয়েই সংসার চলে। যে-ভাবে চলে, তাকে চলা বলা যায় না—অন্য জায়গায় হলে অচল হত, রূপগঞ্জ বলেইচল্‌চে।

তিনি মধ্যে বোসেদের বাড়ি 'হিতবাদী' কাগজে দেখেছিলেন, কলকাতার কি একটা আপিসে ষাট টাকা মাইনের গুটি দুই তিন চাকরি খালি আছে—কাজ জানার দরকার হবে না, তারাই শিখিয়ে নেবে। পঞ্চু মুখুয্যে একখানা দরখাস্তকরেছিলেন; কাল বিকেলে তার উত্তর পেয়েছেন।

হারাণ রায়ের প্রশ্নের উত্তরে পঞ্চু সেই উত্তরের চিঠিখানামলিন জীর্ণ কামিজের পকেট থেকে বার করে সকলকেদেখিয়ে ম্লানমুখে বল্লেন :এই তো তারা চিঠি দিয়েচে—কালকেসকালের হাটে পিওন বিলি কল্লে ! কিন্তু পাঁচশো টাকা নগদজামিন চায় ! কোথা থেকে দেব নগদ পাঁচশো টাকা জমা ?পাঁচটা টাকার সংস্থান নেই। নাঃ, ও-সব আমাদের জন্যে নয়হে—

মধু লাহিড়ী নিজের বাড়ি থেকে তামাক সেজে হুঁকোহাতে নিয়ে বটতলায় এসে পৌঁছলেন। সবাই জানে মধুলাহিড়ী সম্প্রতি কিছু টাকা হাতে পেয়েচেন তাঁর শাশুড়ির মৃত্যুর পরে, গত কার্তিক মাসে।এজন্য মধু লাহিড়ীর ওপর কেউ সন্তুষ্ট নয়, মনে মনে সবাই তাঁকে হিংসে করে।

মধু বয়োজ্যেষ্ঠ হারাণ রায়ের হাতে হুঁকো দিয়ে বল্লেনঃকাল রাত্রে এক কাণ্ড হয়েচে আমার বাড়ি, জানো না বোধহয় ?রান্নাঘরের জানলার পাশে অনেক রাত্তিরে কে একজনদাঁড়িয়েছিল—রাম ছাদ থেকে দেখতে পায়। সে বাইরেএসেছিল, ছাদের নীচেই ওপাশে রান্নাঘর। ধপ্‌ধপে জ্যোৎস্নারাত, দেখে যে কালোমত কে একজন

জানলার গরাদ ধরেদাঁড়িয়ে। সে ছেলেমানুষ, চেঁচিয়ে উঠতেই আমার স্ত্রীর ঘুমভেঙেচে। আমারও ঘুম ভেঙেচে। সবাই ছাদে বার হয়েদেখি, কোথাও কিছু নেই—কিন্তু রান্নাঘরের পেছনেশেওড়াগাছগুলোর মধ্যে যেন কি শব্দ হচ্ছে। সারা রাত জেগে কাটিয়েচি ! গাঁয়ে বাস করা ভার হল দেখচি !

মধু লাহিড়ীর এ-কথায় কেউ সন্তুষ্ট হল না। কেউ কথাটাবিশ্বাসও করলে না। সবাই ভাবলে, হাতে টাকা হয়েচে, তাই লোককে জানানো যে আমার বাড়ি চোর যাতায়াতকরে রাত্রে—এটা বড়মানুষি দেখানো একরকম।

হারাণ রায় মধুর হাত থেকে হুঁকো নিয়েছিলেন, তিনিচক্ষুলজ্জায় পড়ে বল্লেন :তুমি আবার বাস করো বাঁশবাগানেরমধ্যে। রাত-বেরাত খুব সাবধান থাকবে, কাল পড়েচে বড়ইখারাপ।

মধু লাহিড়ী বল্লেন :উঠে যাব উঠে যাব করি, কিন্তু উঠেযাই বা কোথায় ?একবার তো ভেবেছিলাম, শ্বশুরবাড়িবলাগড় গিয়ে বাস করি। কিন্তু সে বেজায় ম্যালেরিয়ারজায়গা—আমাদের এখানকার চেয়েও বেশি। তাই দাদা বারণকল্লে, দুই ভায়ে যে কদিন বেঁচে থাকি, এক জায়গাতেইথাকি, পৈতৃক ভিটেটাতে আলো দিই দুজনে। তাই—

পঞ্চু মুখুয্যে বল্লেন :না, উঠে যাবে কেন ?সবাই যদি উঠে যাবে, গাঁয়ে তবে থাক্‌বে কে ?তোমাদের বাড়ির পাশেশ্যামাপদ চাটুয্যেদের ভিটে এখনো পড়ে আছে তোমরাদেখোনি, আমাদের একটু একটু মনে আছে, শ্যামাপদ চাটুয্যেএখানেই মারা যায়। তার স্ত্রী এখানকার সম্পত্তি বেচে কিনে বাপের বাড়ি চলে গেল, ছ'মাসের ছেলে নিয়ে। অবস্থাভালো ছিল না, থাকবার মধ্যে ছিল ওই ঘাটেরআমবাগানখানা—এখন মাখন কাকা কিনেচেন। আর কিছুধানের জমি, তাতে বছর চল্‌ত না। একশো টাকায় সম্পত্তি বিক্রি করে ফেল্লে, রাজকৃষ্ট জ্যাঠা কিন্‌লেন, আমার বেশমনে আছে। তারপর এখন আবার মাখন কাকা কিনে নিয়েচেনরাজকৃষ্ট জ্যাঠার ছেলের কাছ থেকে। তবে ফাঁকি দিয়ে কেনাসম্পত্তি, ওর অপবাদ আছে, ও ভোগে আসে না।

হারাণ রায় এখানে সকলের চেয়ে বয়োবৃদ্ধ। তিনিবল্লেন :অনেকদিন পরে শ্যামাপদর কথাটা উঠলো।শ্যামাপদদা আমাদের চেয়ে দশ পনরো বছরের বড় ছিল।তা হলেও একসঙ্গে ছিপে মাছ ধরতে গিয়েছি খাঁ'দেরপুকুরে। আহা, অল্প বয়সে মরে গেল। হ্যাঁ হে, তার সেছেলেটা বেঁচে আছে কিনা জানো ?তার অন্নপ্রাশনে নেমন্তন্নখেয়ে এসেচি, বেশ মনে আছে। ছেলের মুখে ভাত দেওয়ারমাস দুই পরেই শ্যামাপদদা মলো। আহা, সে সব কিআজকের কথা !

পঞ্চু বল্লেন : না। তাদের আর কোনো খবরই পাওয়াযায়নি অনেককাল।

মধু লাহিড়ী বল্লেন : কি জানো, একবার এ গাঁ থেকে বেরুলে আর কি কেউ ফিরতে চায় ?এই আমাদেরই যদি অন্য উপায় থাক্‌ত, তবে কি আর এখানে পড়ে থাকতে যেতুম ?এই যে আমার বাড়ি কাল রাত্তিরে কাণ্ডটি হয়ে গেল—।

মধু লাহিড়ীকে কথা শেষ করতে না দিয়েই পঞ্চু অসহিষ্ণুভাবেকি একটা বলতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় পথের মোড়ে হঠাৎমোটর গাড়ির হর্নের আওয়াজে তিনি এবং উপস্থিত সবাইসেদিকে চেয়ে রইলেন। এবং চেয়ে থাকতে থাক্‌তেই প্রকাণ্ডএকখানা নতুন মোটর বটতলায় এসে দাঁড়িয়ে গেল।

মোটর গাড়ি যে এ-গ্রামে আসে না তা নয়, তিন ক্রোশদূরবর্তী স্টেশন থেকে মাঝে মাঝে গ্রামের কোনো নতুন জামাই শখ করে ট্যাক্সি ভাড়া করে এসেছে, শক্ত অসুখে পড়লে মহকুমা থেকে ডাক্তার অনেকবার এসেচে নিজের মোটরে—কিন্তু এ-ধরনের বড় ও সুন্দর মোটর গাড়ি উপস্থিত ব্যক্তিগণের কেউ দেখেনি। লম্বা ধরনের প্রকাণ্ডগাড়ি, পালিশ-করা নিকেলের পাতের বনেট, দোরের হাতল ল্যাম্প—সবই ঝক্‌ঝকে ! তবে গাড়ির পেছনে ও মাড্‌গার্ডেরাঙা ধুলো জমেছে—যেন অনেক দূর থেকে আস্‌চে।

একজন ত্রিশ-বত্রিশ বছরের যুবক গাড়ি চালাচ্ছিল—দোহারা গড়ন, গায়ে সাদা সিল্কের পাঞ্জাবি, মাথায় একমাথা ধুলো। সে নেমে বটতলার দিকে এগিয়ে এল—এবংঅল্পক্ষণ উপস্থিত সবারই মুখের দিকে উৎসুক

চোখে চেয়ে কি যেন চেনবার চেষ্টা করলে। তারপর হঠাৎ পঞ্চুর মুখেরউপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বল্লে : এই যে কাকা ! আমায় চিনতেপারচেন না ?

হারাণ রায়ের দিকে চেয়ে বল্লে : কাকা, আমায় মনে নেই আপনার ?আমি ননী, আমার পিতার নাম ছিলরাজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আপনাদের পাড়াতেই—

হারাণ রায় বিস্ময়ে কেমন হয়ে গিয়েছিলেন। পঞ্চুওতাই। দু'জনেই সমস্বরে, কিন্তু খুব ধীরে ধীরে, যেন অনেকটাআপন মনেই বলে উঠলেন : রাজেনদার ছেলে সেই ননী !

এর বেশি কথা তাঁদের মুখ দিয়ে বের হল না। ইতিমধ্যেননী উপস্থিত সকলেরই পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করলে।হারাণ রায় নিজের কোঁচা দিয়ে ঝেড়ে বাঁধানো বেদির এক অংশে তাকে হাত ধরে বসালেন। নানা সাগ্রহ প্রশ্নোত্তরেরআদান-প্রদান চল্‌তে লাগল।

হ্যাঁ, রাজেন বাঁড়ুয্যেকে কার মনে নেই ?বেশিদিনের কথাতো নয়, বড় জোর কুড়ি বছর আগে রাজেন মারা যায়।রাজেনের ছেলে এই ননী তখন দশ-বারো বছরের ছেলে।এই মাঠে কালীতলায় লাফিয়ে লাফিয়ে খেলা করেবেড়াতো—সবাই দেখেচে। রাজেন বাঁড়ুয্যে মহকুমাররেজেস্ট্রি অফিসে দলিল-লেখক ছিল। সেখানে শশী উকিলের বাসায় থাকত। সপ্তাহের শেষে শনিবার সন্ধ্যার সময় পিঠে এক ক্যাম্বিশের ব্যাগ ঝুলিয়ে, এক পা ধুলোনিয়ে বাড়ি আস্‌তো—আবার সোমবার ভোর বেলামহকুমায় ফিরত। বিশ বছর আগে রাজেন বাঁড়ুয্যের লাঠিরআগায় ক্যাম্বিশের ব্যাগ-ঝুলানো মূর্তি গ্রামের পথেঘাটেঅতি সুপরিচিত ছিল। একদিন হঠাৎ খবর এল, কলেরা হয়েরাজেন শশী উকিলের বাসাতেই মারা গিয়েচে। ননীর মাতার পরও বছর দুই এ গাঁয়ে ছিল, কিন্তু শেষকালে চলাচলতির কোনো উপায় না দেখে এখান থেকে চন্দননগরেভগ্নিপতির ওখানে চলে যায়। তারপর আর কোনো খবরকেউ রাখে না তাদের।

সেই ননী আজ এতকাল পরে ফিরে এল নতুন মোটরেচড়ে।

বিস্ময়ের প্রথম মুহূর্ত কেটে গেলে সবাই দেখলেন, গাড়ির পেছনের সিটে একটি মহিলা ও দুটি ছোট ছোটছেলেমেয়ে। হারাণ বল্লেন : সঙ্গে কে ননী ?...বউমা ?আরেছি ছি, কী ছেলেমানুষ ! এসো, এসো, নামিয়ে নিয়ে এসো। এই রদ্দুরে কিনা—এই কাছেই তোমার গরিব কাকার বাড়ি, এসো বউমাকে আমার নিয়ে এসো।

পঞ্চু উত্তেজিত ভাবে বল্লেন :তা কি কখনো হয় ?আমার সঙ্গেই বাবাজীর প্রথমে কথা হল—আমার বাড়িতেই এ বেলাটা অন্তত—

শেষে হারাণ রায়ই জয়ী হয়ে বিজয়গর্বে উৎফুল্লমুখে ননী এবং ছেলেমেয়েদের নিজের বাড়িতে নিয়ে গেলেন।

বিদ্যুৎবেগে এ সংবাদ গ্রামময় রাষ্ট্র হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেহারাণ রায়ের বাড়িতে রথযাত্রার ভিড় শুরু হল। ননীর স্ত্রীবেশ সুন্দরী, একটু মোটাসোটা, কথাবার্তায় খুব অমায়িক, বড়মানুষী চালচলন একেবারে নেই। ননীকে ছেলেবেলায় দেখেচে, এমন অনেক লোকই গাঁয়ে আছে—সবাই বলাবলিকরতে লাগলো:একেই বলে অদৃষ্ট ! ওর মা ওর হাত ধরেকাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে গাঁ ছেড়ে গিয়েছিল, আর আজ দ্যাখো কাণ্ড !ভগবান যাকে যখন দ্যান—ইত্যাদি।

পঞ্চু বল্লেন : আহা সকাল বেলাতেই তো বলেছিলাম, এ গা ছেড়ে যে বাইরে পা দিয়েছে সে-ই উন্নতি করেছে—কেউ বেশি, কেউ কম ! আজ যদি আমি গাঁয়ে বসে থেকেনিজেকে মাটি না করি, তবে আমার কি এ-দশা হয় ?না—এবার বেরুতে হবে। দেখি একবার ননী বাবাজীকেই বলে দেখি, যদি কিছু জোগাড়-টোগাড় করে দিতে পারে।

ননীর অবস্থা পরিবর্তনে গ্রামের কেউ অখুশি নয়, বরং সকলেই আনন্দিত। কারণ ননীর সঙ্গে এ গ্রামের কারো স্বার্থের সংঘাত নেই, ননী এখানে বাসও করে না—তাছাড়াসবাই ননীকে শেষবার যখন দেখেচে তখন

ননী ছিল ছোটছেলে—তার সম্পর্কে কোনো হিংসাদ্বন্দ্বের স্মৃতি কারো মনেগড়ে ওঠে নি—ছোট ছেলের ওপর স্নেহের স্মৃতি ছাড়া।

বিকেলে বাঁধানো বটতলায় প্রকাণ্ড মজলিশ বসেচে—মাঝখানে গাছের গুঁড়ি ঠেস্ দিয়ে বসে ননী—তাকে গোলাকারে ঘিরে গাঁয়ের বালক, বৃদ্ধ ও যুবার দল। কি করেসে বড়লোক হল, এ কথা সবাই শুনতে চায়।

শ্রীপতি কর্মকার ওপাড়ার একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি।তামাকের ব্যবসা করে তিনি হাতে দু'পয়সা জমিয়েচেন সবাই বলে, যদিও শ্রীপতি তা স্বীকার করেন না। শ্রীপতিরসঙ্গে ননীর বাবা রাজেন বাঁড়ুয্যের খুব বন্ধুত্ব ছিল, ননীরআসবার খবর পেয়ে তিনি পায়ের বাত সত্ত্বেও ওপাড়াথেকে এসেচেন দেখা করতে। শ্রীপতি জিগ্যেস করলেনতা বাবাজির এখন থাকা হয় কি কলকাতাতেই ?

—আজ্ঞে না, আমি থাকি হোসঙ্গাবাদ, নর্মদার ধারে, সি.পি.—সেখানেই আমার কাঠের গোলা আর আপিস।কলকাতাতে এসেছিলাম—একটু কাজও ছিল, আর একখানা মোটর কিন্‌ব বলে। কাল তাই ভাবলাম গাড়িখানা তোকেনা হল, একবার এতে করে গিয়ে পৈতৃক ভিটেটা দেখেআসি।

বলা বাহুল্য ননী কোথায় থাকে সে কথা কেউ বুঝতেপারলেন না, নর্মদা নামে একটা নদীর কথা অনেকে কাশীরামদাসের মহাভারতের মধ্যে পড়েচেন—কিন্তু তার ভৌগোলিকঅবস্থান সম্বন্ধে এঁদের ধারণা—কুয়াশাচ্ছন্ন শীতের প্রভাতেসমুদ্রবক্ষ থেকে দৃশ্যমান দূরের তীররেখার চেয়ে স্পষ্টতরনয়। পঞ্চু মুখুয্যে একটা সোজা প্রশ্ন জিগ্যেস করলেন—বিয়ে করেচ কোথায় বাবাজী ?

—ওই হোসঙ্গাবাদেই, আমার শ্বশুর ওখানকার ডাক্তার। বহুদিন সেখানে বাস করচেন, তবে কলকাতায় সবআত্মীয়স্বজন আছে তাঁদের।

দেখতে দেখতে দু'দিন কেটে গেল। একবেলা থাক্‌বারজন্য ননী এসেছিল এখানে...কিন্তু শৈশবের শত স্মৃতি-মাখানো গ্রামকে হঠাৎ ছেড়ে যেতে তার সাধ্যে কুলিয়ে উঠল না। ননীর এক ছোট ভাই ছিল বোবা ও কালা, তিন বছর বয়সে বর্ষার সময় ননীদের বাড়ির পেছনেডোবার জলে ডুবে মারা গিয়েছিল; মৃতদেহ যখন ভেসে উঠেছিল তখন জানা যায়, তার আগে হারিয়ে গিয়েচে বলে এপাড়া-ওপাড়া খোঁজ হচ্ছিল।

সেই ডোবাটি তেমনি আছে। এ-সব পাঁড়াগায়ে কোনো কিছু হঠাৎ বদলায় না, হয়তো আরো বিশ বছর ডোবাটাথাক্‌বে, হয়তো আরো পঞ্চাশ বছর থাক্‌বে। ননীর বয়েসতখন ছ'বছর, কিন্তু সে বর্ষাদিনের কথা আজও তার বেশমনে আছে—কখনো কি ভুলবে ?ওপারের ওই ডুমুর গাছেরতলায় দাঁড়িয়ে ছিলেন ননীর বাবা, এপারে লোকে লোকারণ্য হয়েছিল। হোসঙ্গাবাদে তার কিসের বাঁধন আছে ?কিছুই না—সে দু'দিনের বাঁধন। এখানকার সঙ্গে সম্বন্ধ অনেক গভীর; এতদিন আসেনি, তাই ভুলে ছিল। আজ সেই তিন বছরের অবোধ বোবা কালা ছোট ভাইয়েরকরুণ মুখখানি তার মনে স্পষ্ট হয়ে ফুটলো—সে কি ভাবেতার দিকে চাইত, তার সে বুদ্ধিহীন দৃষ্টি, নাকের সেই তিলটি—আশ্চর্য ! মানুষের এতও মনে থাকে !

সমস্ত জীবনটা ননী যেন এক মুহূর্তে একটা ম্যাপের মতোচোখের সামনে পড়ে আছে দেখতে পেলে। প্রথম জীবনেরদারিদ্র, প্রথম বিদেশযাত্রা, ব্যবসাতে উন্নতি, বিবাহ—তারমনে হল, যাকে সে এতদিন সাফল্য ভেবে আত্মপ্রসাদ লাভকরে এসেছে, জীবনে আসলে তার মূল্য কি ?তার যেনআজ একটা নতুন চোখ খুলেচে, জীবনের পাতাগুলো নতুনভাবে পড়তে শিখেচে, জীবনে যা নিয়ে এতদিন সেভুলে আছে আজ মনে হচ্ছে তা ভেতরের সম্পদ নয়, বাইরের পালিশ মাত্র।

তাও নয়। জীবনটা যেন এতদিন জ্যামিতির সরল রেখারমতো প্রস্থবিহীন, গভীরতাবিহীন একটা পথে চলেএসেচে—গভীরতর অনুভূতির অভাবে সে বুঝতে পারেনি যে জীবনের আর একটা বিস্তার আছে আর একদিকে, সেটাতার গভীরতা। নিজের মনের মধ্যে ডুব দেওয়ার অবকাশকখনো তো হয়নি।

যে-পথ দিয়ে নেমে গেলে সরোবরের গভীর অন্ধকারতলেলুকানো মায়াপুরীর সন্ধান মেলে—তার সোপানশ্রেণী অস্পষ্ট নজরে পড়েচে, কিন্তু সময় উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েচে, এমন অসময়ে নজরে পড়লেই কি বা না পড়লেই কি ?

তাকে ফিরে যেতে হবে। কাঠের হিসাব ঠিক করতে হবে, ফরেস্ট অফিসারদের সাথে দেখা করে নতুন জঙ্গলইজারা নেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে, ব্যবসাকে আরোবাড়াবার চেষ্টা পেতে হবে, ব্যাঙ্কে জমানো টাকার অঙ্ককেবাড়াতে হবে। আরো কত শত দরকারী কাজ তার জন্যঅপেক্ষা করে আছে হোসঙ্গাবাদের কাঠের গোলায়।

এখন নতুন পথ ধরে চলবার মতো সময়ও নেই, বয়সওনেই। সাফল্যের আলেয়া তাকে ব্যর্থতার যে-পথে ভুলিয়েনিয়ে চলেচে—সেই পথই তার পথ।

তবুও এই দিনটি সে ভুলবে না। এই ম্লান মেঘলা দুপুরেরআলো, এই প্রাচীন জগডুমুর গাছটা, এই পান-শেওলা-ভরাডোবা, এই আশ্চর্য অদ্ভুত জীবনমুহূর্তটি স্বপ্নের মতো মনে আসবে বহুদূরে উত্তরকালের মানসপটে।

সকলের প্রশংসাবাদের মধ্যে ননী একদিন গ্রামের বারোয়ারি ফান্ডে শ'দুই টাকা দিলে। গ্রামের সকলকে নিমন্ত্রণকরে হারাণ রায়ের বাড়িতে ভূরিভোজে আপ্যায়িত করলে।একটি অনাথা বিধবাকে মাসিক কিছু সাহায্য করবার প্রতিশ্রুতি দিলে। এক সপ্তাহ প্রায় কেটে গেল। ননীর স্ত্রী আর থাক্‌তে চায় না, ম্যালেরিয়ার দেশ, ছেলেমেয়ের শরীরখারাপ হবে—তাছাড়া হারাণ রায়ের বাড়িতে তেমনঘরদোর নেই, থাক্‌বারও কষ্ট।

নতুন মোটরগাড়ি চালিয়ে হারাণ রায়ের বাড়িসুদ্ধ সকলের এবং পাড়ার সবারই চোখের জলের মধ্যে ননীগ্রাম থেকে বিদায় নিলে।

পঞ্চু মুখুয্যে বল্লেন :একেই বলে ছেলে ! বিদেশে নাবেরুলে কি পয়সা হয় বাপু ?দেখে নিলে তো চোখেরউপর ?তা তোমাদের বলি, তোমরা তো শুনবে না ?গাঁয়েকারুর কিছু নেই, তাই মধু লাহিড়ী মুখের সামনে বড়মানুষীচালের কথা বলে পার পায়। দেখি এবার বেরিয়ে একটা কিছু যদি—।